কিন্তু
হাসির ছবি নয়

এস বি এম প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেডের

নিবেদন

নাগরদোলা...

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে রীভস ও বি এফ এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অমলেন্দু বসু

কাহিনী
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা
অনুপম ঘটক

চিত্রগ্রহণ
সন্তোষ গুহরায়

শব্দানুলেখন
শ্যামসুন্দর ঘোষ (সঙ্গীতাংশ)
সুশীল সরকার (সংলাপ)

শিল্পনির্দেশ
রবীন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

রূপসজ্জা
মদন পাঠক

সাজসজ্জা
কামিনীবাবু

গীত রচনা
শান্তি ভট্টাচার্য
পরিমল ভট্টাচার্য

প্রধান কর্মসচিব
বিমল ঘোষ

ব্যবস্থাপনা
পরেশ চক্রবর্তী
শান্তি রায়চৌধুরী

মঞ্চ নির্মাণ
পুলিন ঘোষ

নৃত্য পরিকল্পনা
বিনয় ঘোষ

রাসায়নিক
পঞ্চানন নন্দন

নেপথ্য কণ্ঠে
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
মিণ্টু দাশগুপ্ত

আলোকসম্পাত
সতীশ মাষ্টার, কেনারাম হালদার, পৃথ্বীশ চৌধুরী, কেষ্ট, ব্রজেন, গণেশ, নীলু, ঠুকান, রেজা

স্থিরচিত্রগ্রহণ
চিত্রশ্রী

প্রচারচিত্র ও স্লাইড
সাইনো এ্যাণ্ড কোং

নাগরদোলা...

আচমকা একটা চুরি.....কোথেকে এলো চোর—সমরের ঘরে ?

ক্লাবে এই নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা। কেউই কিছু হদিশ করতে পারলে না। শঙ্কর একটু মুখচোরা গোছের। সাহস করে বলে ফেললে গণৎকার বাচস্পতি মশায়ের কথা। ব্যস! আর যায় কোথা। নকুলমামা পুরোদস্তুর সিনিক। এসব বিশ্বাস করা দূরে থাক্, এ ব্যাপারে যারা আস্থা রাখে তাদের নাজেহাল অবস্থায় দেখতে পেলেই যেন খুসী।

তবু, সিনিক যখন তখন সব কিছু পরীক্ষা না করে তো আর ছাড়া যায় না।

বাচস্পতি মশায় থাকেন ব্যাঁট্‌রায়। নকুলমামার হো হো করে হাসি দেখে সবাই কীরকম কীরকম যেন ঠাওরালে

ভূতনাথ বাচস্পতি ওরফে বেস্পতি মশায় মুঠোভরা খদ্দের পেয়ে এন্‌তার বকে গেলেন ; প্রশ্নের উত্তর, রোগের মাদুলী ইত্যাকার বেচে বাজারের টাকাটা উদ্ধার করে যেই উঠ্‌তে গেছেন অমনি সকলে বলে উঠল : মামা, তোমার হাতটাও একটু দেখিয়ে নাও না কেন ?

নকুলমামার ভাবসাব দেখে বেস্পতি মশায় তো বেজায় খাপ্পা। খোলা তালুর ওপর গোটাকয় প্রাণান্তকর চাপড় মেরে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাইকে এখান থেকে টেনে ওখান দিয়ে ঢুকিয়ে বলে দিলেন : ছেলেবেলায় ঘর থেকে পালানো, হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি, স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী হওয়া থেকে সুরু করে পরকীয়া প্রেম, মায় মাথাখারাপ হয়ে গিয়ে আত্মহত্যা ! বাপ্‌স্, একটা হাতে এতগুলো খারাপ ?

এ দুনিয়ায় বাস ক'রে নাগরদোলায় চড়তে আর বাকী কার কী থাকে—তারওপর দু'একটি এমনি বেস্পতি ঠাকুর জুটে গেলে তো সোনায় সোহাগা ! অথচ, হামেশা এই-ই ঘটছে। সিনিসিজমের নাগরদোলায় নকুল বেচারী চেপেই ছিল, ভূতনাথ বাচস্পতি মশায়ের কাছে ধাক্কা খেয়ে আরও কয়েক পাক সেটা গেল ঘুরে, এই যা.....

নকুলমামা মামীকে দেখতে গিয়ে অকারণ এমন এক কাণ্ড ঘটালে যে তাকে সেই মুহূর্তে স্ত্রী হত্যার একটি লিখিত সাক্ষ্য ফেলে রেখে চোঁ চাঁ দৌড় মারতে হোল। কোথায়-যাই কোথায়-যাই গোছের এক বেপরোয়া অবস্থায় পড়ে একখানা থেকে আর একখানা ট্রেনে যেতে যেতে এসে পৌঁছল অকস্মাৎ পরেশের বাড়ী—অনেকদিন আগেকার বন্ধু সে, তার কথা মনে হতেই প্ল্যাটফর্মে গাড়ী এসে লাগা মাত্র ষ্টেশনে নেমে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে হাজির এই ঠিকানায়।

পরেশ তো অবাক্। কলকাতা থেকে জনাইয়ের এপিসোডটুকু সেরেফ বাদ দিয়ে নকুল বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্পও খাড়া করলে এখানে আসার। সে আরো অবাক হোল যখন শুনলে যে, পরেশ বিয়ে করেছে নীলা বলে একটি মেয়েকে ! ভারী অদ্ভুত মেয়ে এই নীলা ! পরেশ বলে : ও আমার রক্তমুখী নীলা। অতঃপর পরিচয় বিনিময় হোল। এলো হৃদ্যতা। তারপর পরিবারের এক বন্ধু মিসেস বক্সী নাক উঁচু করে আবহাওয়ার ঘ্রাণ নিতে নিতে মাঝে মাঝে এখানে এসে হাজির হতে লাগলেন।

গানে-গল্পে-আতিথেয়তায় আকাশ বাতাস মুগ্ধ করে রেখেছে নীলা। নকুল খালি হাতের চওড়া চেটোখানার দিকে দেখে আর চোখ কপালে তোলে—হায় ভগবান এ জীবনে আর বাকী কী তুমি রাখলে !

কিন্তু, চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা যার বিপক্ষে তার একান্ত নিভৃত নিরাপদ-স্থান থেকে যদি দু' ছত্তর কবিতাও চুরি না যায় তবে মর্ত্যে বসে বেস্পতি ঠাকুর কী করে আর রুজি রোজগার করেন !

তবু ঘোর কাটলো একদিন নকুলের। অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলো সে। সবই যখন মিল্‌লো তখন শেষটুকু আর বাকী থাকে কেন ! পাব বল্লেই অক্কা পাওয়া তো অত সোজা নয় ; পেলে তো বেহুলার সঙ্গে একদিন দেখা করে সব জমা খরচ মিলিয়ে নেওয়া যেতো ! কতো

না ধিক্কার জমে গেছে জীবনে তার। কিন্তু বাঁচলো বলেই নকুলমামা একদিন স-অভিযোগ গেরেফ্‌তার হোল.....

তারপরটুকু ছবিতে মিলিয়ে নিন্।

গান

[১]

শোন শোন গল্প বলি ঃ
এক যে ছিল রাজার ছেলে
রাজা তো নয় সে তো জেলে!
সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে
ঘোড়া কোথায় নৌকা বেয়ে
বলতে যা চাই শোন আগে
পাগ্‌লামী কার ভাল লাগে?
পাগ্‌লামী যে ভালো লাগে
শুনতে না চাও বলব না আর.....
না, না বলো শুন্‌ছি এবার
তার নাম জানো কী?
উঁহু
জানে না ছি!
নামটি যে তার সুখ্যি পরাণ
এই-এই ভুল বোলনা কালা পরাণ,
থুড়ি, কেলে পরাণ...
কোমরে তার অসি বাঁধা—
অসি কোথায়? ঘুন্‌সি, হাঁদা!
চক্ষু যে তার পটলচেরা টানাটানা
ছানাবড়া! বড্ড ট্যারা সুখ্যি কাণা
হোক্ সে কাণা তোর তাতে কী?
রাগ করো তো চুপ করেছি
কথার উপর আবার কথা
কথা কথা কথা
মিথ্যে কেন বলছ যা-তা॥

—শান্তি ভট্টাচার্য

[২]

বেহুলা রে—ও তোর কাঁদন বিফলে
যায় যায় বিফলে—
ওযে ভাগ্যে লেখা মরবে স্বামী সাপের
ছোপলে।
তাই বলিরে ভাবনা ছেড়ে
যা লেখা তা ঘট্‌তে দে রে,
কেন খুলতে বাঁধন ফাঁস লাগিয়ে
মরবি গরলে।
ঘুরিয়ে তোকে খেলার ছকে
চাল চেলেছেন যিনি
কোন্ ঘুটিতে কাট্‌বে তোকে
সবই জানেন তিনি।
চাইলে মেঘ যদি মেলেরে বাজ
বাঁধলে ঘর যদি ভাঙ্গেরে আজ
তবে মিছেই কেন জ্বলে মরা
দুখের অনলে॥

—পরিমল ভট্টাচার্য

[৩]

কে ভোলালো দোল দোলালো
গান দিল কে পরাণে
তারে চিনি যে, তারে জানি যে
তবু যেন জানি নে।
আঁখি জাগে যে ভালো লাগে যে
মনে মনে মন জানাজানি।
এই আকাশে ঐ বাতাসে
কেন চলে গো কানাকানি।
কিছু বুঝি যে কিছু বুঝি না।
কেন কিছু বুঝি নে॥
আর কতো বাকী
শেষ হবে নাকি
কাছে এসে এই দূরে থাকা
যতো কথা ছিল শুধু সুরে সুরে
কেন তারে ঢেকে রাখা...
আলো ছায়াতে মধু মায়াতে
সারা বেলা চলে আনা গোনা
এই তিয়াসা এই পিয়াসা
কেন আজো ফুরালো না॥
এস গোপনে ভীরু স্বপনে
ওগো কোন মানা মানিনে॥

—শান্তি ভট্টাচার্য

[৪]

নিরালা রাত
বনেতে ফুল, আকাশে চাঁদ
আর ঝিকিমিকি তারাদের দেয়ালী...
বাতাসে দোল হিয়া উতরোল
টুল টুল আঁখি যে
আরো দুটি আঁখি খোঁজে খেয়ালী॥
জড়ানো পাখাতে ঐ নীড়ের বিহগী
মুখর কুজনে॥
এই ঝিম্‌ঝিম্ নিঝ্‌ঝুম লগনে
মধু ভারে টলমল
মহুয়ার পেয়ালী॥
তন্দ্রায় ডুবে যাওয়া রাত
আর এই যে হৃদয়
শোন, চুপি চুপি কয়
ঐ চাঁদ এই ফুল
আর এই পরিচয়
ভুল নয়, ভুলিবার নয়॥
গানের আড়ালে
তাই প্রাণের কামনা
অধীর পুলকে।
এই নীল ঘুম স্বপ্নিল দু'চোখে
তবু কেন দূরে থাকা
বুঝিনা কী হেঁয়ালী॥

—শান্তি ভট্টাচার্য

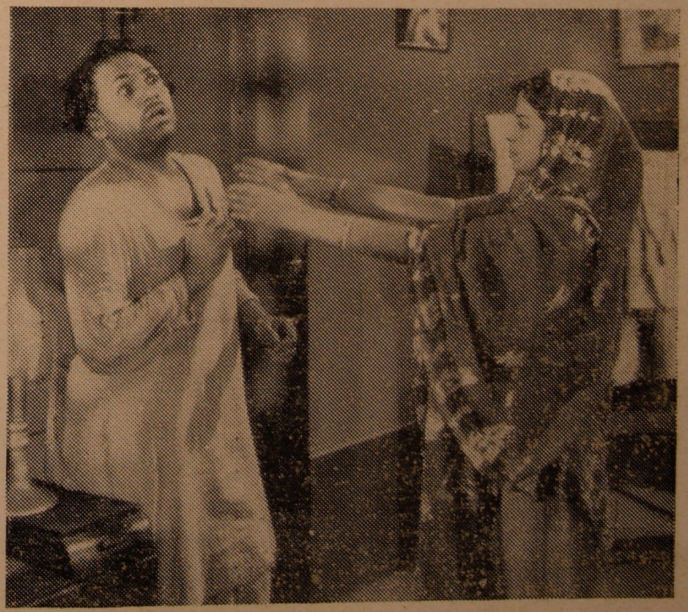

1956.

সহকারী

পরিচালনায়

মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

হরিদাস চন্দ্র

চিত্রগ্রহণে

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত চট্টো, মণি, কানাই

শব্দগ্রহণে

চঞ্চল ঘোষ, গোপী কোলে, শঙ্কর, গজেন, অনিল

শিল্প নির্দেশনায়

মণি সর্দার, গোপাল

সম্পাদনায়

গঙ্গাপদ নস্কর

সঙ্গীত পরিচালনায়

হীরেন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায়

নিতাই, গোপাল

রূপসজ্জায়

কার্ত্তিক শিবু, জামাল

সাজসজ্জায়

কার্ত্তিক লঙ্কা

চিত্রপরিস্ফুটনে : নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটরী

পরিচয়লিপি লিখনে : দিগেন ষ্টুডিও

ভূমিকায়

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন মজুমদার। নীতীশ মুখোপাধ্যায়। তুলসী চক্র। অনুপকুমার। নবদ্বীপ হালদার। শ্যাম লাহা। জহর রায়। শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চানন ভট্টাচার্য। হারাধন বন্দ্যো। সুশীল চক্রবর্তী। ভবেন পাল (এ্যাঃ)। রবি দাস। ছবি রায়। নারাণ চট্টোপাধ্যায়। অসিত মিত্র। দিলীপ। রাধারমণ পাল। মিহির কুমার।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রণতি ঘোষ। পদ্মা দেবী। বিনতা রায়। মেনকা। লীলাবতী। ঝর্ণা। মঞ্জুশ্রী ঘটক। বেলা দত্ত।

একমাত্র পরিবেশক

চিত্র নিকেতন

টাওয়ার হাউস (তিনতলা)

চৌরঙ্গী স্কোয়্যার, কলিকাতা—১

ফোন : ২৩-৫০৬৫

মুদ্রণ : চিত্রবাণী প্রেস : ১৮ হাজরা লেন : কলিকাতা-২৯